আবার বৈশাখী মেলা

আশীষ বাবলু

কোন দিন গেছো কি হারিয়ে
হাটবাট নগর ছাড়িয়ে,
দিশেহারা মাঠে ?
একটি শিমুল নিয়ে আকাশের
বেলা যেথা কাটে - প্রেমেন্দ্র মিত্র

বৈশাখী মেলায় প্রবেশের মুখেই দুই বঙ্গ ললনার কথোপকথন কানে এলো। প্রসঙ্গ শাড়ি ঘটিত। খুবই সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার। স্বাস্থবতী মহিলাটি পেন্সিল হিল পরা মহিলাটিকে বলছেন, ভেবেছিলাম এবার সিডনিতে তিনটি বৈশাখী মেলা হবে, ঢাকা থেকে তিনখানা শাড়ি এনেছি, অথচ মাত্র দুটি মেলা হচ্ছে, এখন আমি আরেকটা শাড়ি কি করবো আপা!

সত্যি খুবই অন্যায় ও হতাশার কথা। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা। এতদিন মিলেমিশে একটি মেলা করার কথা কতবার কত ভাবে লিখেছি । এখন দেখছি ভুল লিখেছি, মহিলাদের সুখ দুঃখের কথা একদমই ভেবে দেখিনি। মাফ চাইছি রঙ্গপ্রিয় বঙ্গ ললনাদের কাছে। সময় বদলেছে, রান্নাঘরে মহিলারা এখন কড়াইতে রশুন ফোড়ন দিতে দিতে ভাবে, আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। কি একটা গান ছিল , কোন মেলায় দেখে ছিলাম বায়স্কোপ, বায়স্কোপের নেশা আমার ছাড়ে না। বৈশাখী মেলার নেশা আমার ছাড়ে না।

কিছুদিন আগে বৈশাখী মেলা নিয়ে আমি লিখেছি । আবার লিখছি, আমি মনে করি বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব নিয়ে অনেক লেখা উচিত, নির্ভেজাল আনন্দে আনন্দিত হবার মত উৎসব আমাদের খুব একটা বেশী নেই। তাই যতটুকুই পেয়েছি একটু চেটে পুটে উপভোগ করা উচিত। এমনিতেই বয়স হয়ে গেলে মন আর শরীর একই রাস্তায় আলাদা স্পিডে চলে। জীবনে আর কয়টা বৈশাখী মেলা বাকি আছে কে জানে। যাক মারফতি কথাবার্তা বন্ধ করে চলুন মেলায় প্রবেশ করি।

ইস্টলেকের সোলেমান নতুন বিয়ে করেছেন। এই প্রথম নববধূ নিয়ে মেলায় এসেছেন। বধূটি বেশ মিষ্টি, ফুল ফুল ছাপা শাড়ি পরেছে। সোলেমান মেয়েটির কানে কানে কিছু একটা বলছে আর মেয়েটি লজ্জায় মুখ ঢাকছে। কি বলছে ? নববিবাহিত দম্পতিরা কানে কানে কি বলে, জেনে কি লাভ, পড়ন্ত বেলায় এসব শুনলে মন খারাপ হবে। এবার সোলেমান কাণ্ডটা ঘটালো। মেয়েটির লম্বা চুল ছিল। সোলেমান সেই চুল পেঁচিয়ে একটা আউলা খোঁপা বাধার চেষ্টা করছে। তবে চেষ্টা চালালে মানুষের অসাধ্যতো কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো, খোপাটা সত্যি বেধেছে সোলেমান। তারপর দুজনের প্রাণ খোলা হাসি।

এই ঐতিহাসিক দৃশ্যটা এই ভিড়ের মধ্যে অনেকেরই চোখে পড়লো না। আমি দেখেছি, আর দেখেছে আমার বইয়ের দোকানে একজন মধ্য বয়স্ক কাস্টমর। উনিতো রাগে বিড়বিড় কড়তে লাগলেন। আর কত ব্যভিচার দেখতে হবে! অসভ্যতার একটা লিমিট আছে!

আমি কাস্টমারটির কঠিন মুখ দেখে কিছু বলতে সাহস পেলাম না। কি অদ্ভুত মানসিকতা নিয়ে আমাদের বেড়ে ওঠা। রাস্তায় দাড়িয়ে আমরা নাক ঝাড়তে পারি, কুচকি চুলকাতে পারি, ঘুষ খেতে পারি, চড়চাপড়, গালাগাল দিতে পারি, কিন্তু রাস্তায় নিজের স্ত্রীর হাত ধরে হাটতে পারিনা। চুল বেধে দিতে পারিনা। ভাগ্যিস চুল বাধার পর আমার প্রতিবেশী মার্গারেটের মত নব-বধূটি স্বামীকে থ্যাংকু বলে সশব্দে একটা চুমু খায়নি, এমন ঘটনা ঘটলে বৈশাখী মেলা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতো।

দেশে প্রেমের বাজারে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমাদের কালের সেই রাস্তায়, ছাদে, নিউমার্কেটে দাড়িয়ে আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি, সেই দিন কবে চলে গেছে। দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি, এই আশায় আশায় থেকে থেকেই কত প্রেম ঝড়ে গেছে আকাশে নীলাভ লাগাতে। এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, মোবাইল, এস,এম,এস, ফেসবুক, টুইটার। এদের দেখলে খুব ঈর্ষা হয়। আপনি বলবেন আমাদের আমলেও টেলিফোন ছিল। ঘোড়ার ডিম ছিল। যখনই টেলিফোন করেছেন ফোন ধরেছে ওর বদমেজাজি বাপ। সেই সময় আমাদের দেশে কত অভাগা প্রেম যে যোগাযোগের অভাবে ঊর্ধ্ব আকাশে মিলিয়ে গেছে তা অগুনিত। তাই পৃথিবীর সবচাইতে বেশী ব্যার্থপ্রেমিক-প্রেমিকার বাস বাংলাদেশে। তুমি আর আমি রেললাইন আর রেললাইন, পাশাপাশি অথচ মিলন হলোনা। আমি যারে স্বপন দেখি সেকি দেখে আমারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে, ভালবাসার মর্ম বুঝতে বুঝতে, ফুঁড়িয়ে যাচ্ছে জীবন।

এখন প্রশ্ন করুন ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকারা এখন কী করে? কি আর করবে, কবিতা লেখে। কবিতার লাইনে লাইনে পুরে দেয় আর্তনাদ, দুঃখ, কষ্ট, রোমান্স। ঘরে ঘরে কবিতার আসর। সমস্ত পৃথিবীতে যত কবি আছে, তার অর্ধেকের বেশি বাঙ্গালী কবি!

এমন একজন উদীয়মান তরুন কবি বৈশাখী মেলায় আমার বইয়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছিলেন। হাতে বই, চোখে সানগ্লাস, পায়ে নাইকি, কাঁধে ল্যাপটপ, একজন স্মার্ট কবি। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন - জোতিস্কলোকের সবচাইতে বড় রংবাজ হচ্ছে সূর্য। প্রশ্ন করলাম কেন? ‘এইযে দেখছেননা আলো ছায়ার খেলা। সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে মেঘ, নাকি সূর্য ঢাকা পড়তে চাইছে মেঘে, ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। বৃষ্টি কি আসবে? আসলে মন্দ হতোনা। বৃষ্টি আসছে চল রাস্তায় নামি / তোমার শাড়ি কী বৃষ্টির চেয়ে দামি?’ আমি বললাম ‘বৃষ্টি না আসাই ভাল, বৃষ্টিতে প্রেম করা যায় কিন্তু মেলায় আনন্দ করা যায়না।’ উদীয়মান কবিটি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন-
আচ্ছা আপনার কাছে কি জীবনানন্দের মোবাইল নাম্বার টা হবে?
কোন জীবনানন্দ?
কবি জীবনানন্দ দাশ।
হবেনা। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম্বার টা হবে।
মাইকেলের কাছে জীবনানন্দের নাম্বারটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। জীবনানন্দ কি ফেসবুক করেন?
জানিনা। আচ্ছা জীবনানন্দের নাম্বার দিয়ে আপনি কি করবেন?
তা‘কে টেলিফোনে কবিতা শোনাবো। বরিশালের কবিকে একটা ফরিদপুরের কবিতা শোনাবো।
কি কবিতা?

এই প্রশ্নটা করা আমার সবচাইতে বড় ভুল হয়ে গেছে। উনি হিপ-পকেট থেকে তা‘র আই ফোন বেড় করলেন। এদিক ওদিক কয়টা বোতাম টিপতেই পর্দায় একটা কবিতা ভেসে উঠলো। উনি পড়তে শুরু

করলেন। সুযোগ পেলেই কবিতা পড়ে শোনাবার স্বভাব সর্বকালের সব কবিদের মধ্যে বিদ্যমান। আগে কবিতার খাতা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো, এখন ফোনেইতো সারা দুনিয়া! উনি পড়ে যাচ্ছেন । আমি শুনে যাচ্ছি। কবিতা দৈর্ঘ্য প্রস্থে দুই বিঘা জমি হতে হবে কেন? একটু ছোট সাইজের হতে পারেনা? উত্তর আছে, কবি তো আর দর্জি নয় যে পাঠকের সাইজ মত কবিতা লিখবে।

আহা, কবিতার কি ব্যঞ্জনা! কি অনুপ্রাস! কি উপমা! তবে শেষ লাইনটা একেবারে মারহাবা। একেবারে মনে গেঁথে গেছে। আমার কেন? যে শুনবে তা'র মনেও গেঁথে থাকার মতো। আমি আপনাদের জন্য শেষ দুটো লাইন লিখছি, তবে পত্রিকার সম্পাদক ছাপালেই হয়।- তোমার তৃতীয়ার চাঁদের মতো স্তনে / মাথা রেখে ঘুমিয়ে পরবে ফরিদপুর।

ashisbablu@yahoo.com.au